জর্দ্দ—কে ?

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কলিকাতার কোন কোন কলেজে মহালয়া হইতে জগদ্ধাত্রী পূজা পর্য্যন্ত লম্বা ছুটি হয় ; আবার কোন কোন কলেজ মহালয়া হইতে বন্ধ হয় কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরে খোলে, অর্থাৎ লম্বা ছুটিটা এক পাশ দিয়া ছাটা হয় ; আবার কোন কোন কলেজ বন্ধও হয় বিলম্বে—তৃতীয়া কি চতুর্থীর দিন আবার খোলেও শীঘ্র—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরে ; এ যেন শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আস্‌তেও কাটে ! ছুটির হার অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করিলে এই তিন শ্রেণীর কলেজকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আমাদের কলেজটি শেষোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর। (অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকায় ইহা প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ First Grade বলিয়া বর্ণিত)! এবারও যথারীতি মহালয়ার ছুটির পর কলেজ আর তিন দিন খুলিয়া রাখিয়া পূজার ছুটি দেওয়াই স্থির হয়। শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর মহালয়ার জন্য সময়োচিত বন্ধ দেওয়া হইল এবং শনিবারে কলেজ খুলিল ; আর শুধু খুলিল নহে, রীতিমত সাপ্তাহিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত হইল। তাহাও আবার ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষা, সুতরাং কোন ছাত্রেরই অব্যাহতি নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্। পূজার ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বে এতটা বাড়াবাড়ি ধর্ম্মে সহিল না। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আবার সোম-মঙ্গলবার গর্ভযন্ত্রণা দিবেন তাহারও ব্যবস্থা করিতেছিলেন কিন্তু বুল্‌গেরিয়ার কল্যাণে সোমবার আনন্দোৎসবের দিন বলিয়া ধার্য্য হইল, সুতরাং সেদিন ছুটি হইল। বাকী রহিল—এক মঙ্গলবার। কর্ত্তৃপক্ষ বেগতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, মঙ্গলবার কলেজ খোলা থাকিবে কিন্তু কোন ক্লাস হইবে না, এই মর্ম্মে রায় দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই বদান্যতায় সকলেই ধন্য ধন্য করিল। এই গেল ছুটির আদিপর্ব্ব বা প্রথম পর্ব্ব।

কর্ত্তৃপক্ষের এই যে হাত খুলিয়া গেল, আর সে দরাজ হাত গুটাইল না। একবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর অভ্যাসদোষে কলেজ খোলা হইল বটে, রবিবার ও জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটির বিঘ্ন কাটাইয়া দুই চারি দিন কলেজ চালাইবার চেষ্টাও হইল বটে, কিন্তু ধোপে টিকিল না ; একেবারে এলাহি হুকুম হইল ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছুটি। আবার ২রা ডিসেম্বর যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন আবার

নূতন ইস্তাহার জারি হইল, ২রা জানুয়ারীর পূর্ব্বে কলেজ খুলিবে না। বাস্। ছুটি ত ছুটি—আর দাঁড়ান নাই দম লওয়া নাই—চলিতেই লাগিয়াছে, যেন গতি-বিজ্ঞানের inértiaর সজীব দৃষ্টান্ত ! এ যে একেবারে ছুটির জলসত্র, দানসাগর, হরির লুঠ। সেদিন একখানি মাসিক পত্রিকায় একজন গবেষণা করিয়াছেন দেখিতেছিলাম যে, মুক্তহস্তে দানের জন্য কোন্ রাজা নাকি 'দানীশ' খেতাব পাইয়াছিলেন ; তা এবারকার মর্‌সুমে বঙ্গদেশের ডিরেক্টর বাহাদুরকেও যেন 'দানীশ' বা 'দানেশ' উপাধি দেওয়া হয়, আমাদের এই অনুরোধ। নববর্ষে আমাদের অনুরোধ রক্ষিত হইবে না কি ?

অনেক ছাত্র শক্তিপূজা সমস্ত সাঙ্গ না করিয়া পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিদায় লন না, তা' কলেজ যত শীঘ্রই খুলুক। কেহ বা নবান্ন না করিয়া গৃহ-কোটর ছাড়েন না। এবার কিন্তু পৌষপার্ব্বণের পিঠেপুলি উদরস্থ না করিয়া কেহ আসিতেছেন না। তাহাতে কয়েকদিন কামাই করিতে হয়, সে বি আচ্ছা, কেন না কথায় বলে—পেটে খেলে পিঠে সয়। আর অপরং কিং ভবিষ্যতি ? অর্থাৎ ফের আর এক পশলা ছুটিবৃষ্টি হইবে না, তাহাই বা কে বলিল ?

* * * * *

যাহা হউক, আশ মিটাইয়া সকলেই ত এবার ছুটি ভোগ করিলেন, এখন ইহার লাভক্ষতিটা একবার খতাইয়া দেখিলে হয় না ? এত লম্বা ছুটিতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সমূহ ক্ষতি হইল, পরীক্ষা পিছাইয়া না দিলে ইহার ক্ষতি-পূরণ হইবে না,—এ সব দোকানদারী কথা বলিয়া সরফরাজী করিতে চাহি না। একটু প্রণিধান করিয়া অর্থাৎ তলাইয়া দেখিতে হইবে যে এই ছুটির 'হরির লুঠে' জব্দ কে ? বেতাল থাকিলে নিশ্চিত এই প্রশ্ন করিতেন।

আমরা বিক্রমাদিত্য নহি ('বক্রমাদিত্য' হইতে পারি), সুতরাং আমাদের উত্তর ঠিক হইবে এমন স্পর্দ্ধা করি না ; তথাপি চুপ করিয়া থাকা আমাদের স্বভাব নহে—বিশেষতঃ এতদিন কণ্ঠরোধের পর। অতএব আমরা ইহার একটা ত্বরিত জবাব দিতেছি। ভুল হইল কি ঠিক হইল, সে বিচারের ভার পাঠক-বর্গের উপর।

আমরা বলি, এ ব্যবস্থায় এক কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির হেল্থ্ অফি-

সার ছাড়া আর সকলেই অল্প-বিস্তর জব্দ। দেখুন, ১ নং জব্দ—থোদ ইন্-ফ্লুয়েঞ্জা। তিনি কলিকাতা সহরে যে বিক্রম প্রকাশ করিবেন মতলব ভাঁজিয়া-ছিলেন, যে প্রকার ভূরিভোজনের আশা করিয়াছিলেন, সে মতলব টিকিল না, সে আশা মিটিল না। প্রবাসী ছাত্রবর্গের অভাবে তাঁহাকে অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। অন্ততঃ হেল্‌থ্ অফিসার মহাশয়ের এই বিশ্বাস।

২নং জব্দ—কলেজের কর্ত্তারা। কেন না তাঁহারা শিক্ষকদিগকে না খাটাইয়া বেতন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৩ নং জব্দ—শিক্ষকবর্গ। তাঁহারা বসিয়া খাইয়াছেন বলিয়া লাভবান্ নহেন। অভ্যস্ত মৌতাতের মত পাঠনাকার্য্য স্থগিত থাকাতে তাঁহাদের সুনিদ্রা ত হয়ই নাই, ভাতও হজম হয় নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, এই আক্রা-গণ্ডার বৎসরে ইহা ত পরম লাভ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভাতের খরচ যে পরিমাণে কমিয়াছে, সোডা জোয়ানের আরক ও অন্যান্য হজমি ঔষধের খরচ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। সুতরাং লাভ আর হইল কৈ?

৪নং জব্দ—ছাত্রবর্গ। কলিকাতার ছাত্রনিবাস হোষ্টেল প্রভৃতি প্রাসাদ-তুল্য গৃহে বাস, চপ্ কট্‌লেট্ অম্‌লেট্ প্রভৃতি সুখাদ্য ভোজন, থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাস প্রভৃতি দর্শন শ্রবণ নিদিধ্যাসন—এ সমস্ত সুখভোগ হইতে তাঁহারা এই তিন মাস কাল বঞ্চিত। আবার নিদারুণ গ্রীষ্মকালে তাঁহাদিগকে তিন মাস সহরছাড়া হইয়া—বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া না খাইয়া—থাকিতে হইবে। বৎসরের অর্দ্ধেক কাল যদি বেগুন-পোড়া ভাত খাইয়া ও এঁদো-পুকুরের মশার গীত শুনিয়াই বনবাসে কাটাইতে হইল, তবে কিসের জন্য এই উচ্চশিক্ষা! এই কি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের পরিণাম! হায় স্যাড্‌লার! হায় আশুতোষ! হায় র‍্যামজে মিউয়ার! তোমাদের মনে কি এই ছিল?

আর ৫নং জব্দ—কলিকাতার ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়। চা-বিস্কুটওয়ালা, পাণ-বিড়িওয়ালা, পাঁঠার ঘুংনীওয়ালা, ঢাকার পরোটাওয়ালা, 'আশ্রমে'র ঋষিগণ, থিয়েটার বায়োস্কোপ সার্কাসের স্বত্বাধিকারিগণ—সকলেই যে দেউলিয়া হইবার উপক্রম! হেলথ্ অফিসারের পাল্লায় পড়িয়া যে ব্যবসায়-বাণিজ্য যায় যায় হইল

ইহার উপায় কি? এইজন্যই ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা Faculty of Commerce and Industry স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন।*

ছুটি খাঁ।

ভুল।

ভুল ত সকলেরই হয়। রাজা মহারাজা, এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বড় বড় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রাম, শ্যাম, যদু, গোপাল পর্য্যন্ত সকলেই ত ভুলের দাস। কে বলিতে পারে—'আমি ভুল করি নাই' বা 'করিব না'? ভুলই মানুষের স্বভাব, ভুলই মানুষের প্রকৃতি। স্বপ্ন কি? ভুল না সত্য? কে বলিবে আমি সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদে কেন? সেও ত একটা ভুল। যদি বল, "দুঃখের সংসারে আসিয়া পড়িল, কাঁদিবে না?" তবে মৃত্যুতে এত ভয় কেন? কোলে লইয়া আদরে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে পড়িয়া যাইবার ভয়ে আড়ষ্ট হয় কেন? সেও ত মৃত্যুভয়। একটু বড় হইল, তখন খেলা ফেলিয়া আর পড়িবে না, জীবনে কষ্ট পাইবে। লেখাপড়া করিলে ত জীবনে দাসত্ব করিবে সেও ত দুঃখ, সেও ত একটা মস্ত ভুল। বার্দ্ধক্যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মরিতে নারাজ। তখন মনে হয় 'হায় মরিব? কেন আমার কি এখন মরণের বয়স হইয়াছে? এই ত সেদিন আসিলাম। তবে এত শীঘ্র ডাকাডাকি কেন? দুটা দিন একটু শান্তিতেই কাটিতে দেও না?' কিন্তু মৃত্যুতে যদি এতই বীত-স্পৃহ তবে মৃত্যু জয় করিতেই বা এত উদাসীন কেন? সেটাও কি একটা ভুল নয়? তাই বলিতেছিলাম ভুল ত সকলেই করে। তবে পার্থক্য এই যে কাহারও ভুলে একটা প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আবার কাহারও ভুলে কিছুই হয় না। এটাই বা কেন, এটাও ত একটা ভুলের কার্য্য। তবে একটা কথা এই বড়লোকের ভুলগুলির জন্য বিশেষ আসিয়া যায় না। ভুলগুলি যেন নির্ভুল হইয়া, উজ্জ্বল হইয়া বসিয়া থাকে। ভুল লইয়াই যেন সকলের গৌরব। তাঁহারা

---

* প্রবন্ধ-লেখকের মতামতের জন্য এ পক্ষ দায়ী নহেন। —সম্পাদক।